# শবেবরাত

মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

# শবেবরাত

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

**প্রকাশক**

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৬
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

**حفل ليلة النصف من شعبان**

**تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب**
الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

**الناشر**: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

**১ম প্রকাশ**
মার্চ ১৯৯০ (যুবসংঘ প্রকাশনী)

**৪র্থ সংস্করণ**
রজব ১৪৩৭ হি.
বৈশাখ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
এপ্রিল ২০১৬ খ্রি.
(হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)



**মুদ্রণ**
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

**নির্ধারিত মূল্য**
১৫ (পনের) টাকা মাত্র

---

**SHAB-I-BARAT** by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com.

# সূচীপত্র

## (المحتويات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

## বিদ‘আতের সংজ্ঞা (تعريف البدعة) :

আভিধানিক অর্থে- البدعةُ هى كُلُّ ما أحدَثَ على غيرِ مثالٍ سابِقٍ ‘ঐ সকল নতুন সৃষ্টি, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই’। শারঈ অর্থে-

البدعةُ هِيَ الطَّرِيْقَةُ الْمُخْتَرَعَةُ فِى الدِّيْنِ تُضَاهِى الشَّرِيْعَةَ يُقْصَدُ بِهَا التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَى صِحَّتِهَا دليلٌ شَرْعِيٌّ صحيحٌ أَصْلاً اَوْ وَصَفًا-

‘আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরী‘আতের কোন মূলগত বা গুণগত ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়’।[১] পারিভাষিক অর্থে সুন্নাতের বিপরীত বিষয়কে বিদ‘আত বলা হয়’।

## বিদ‘আতের পরিণাম (عاقبة البدعة) :

(১) হযরত আয়েশা *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)* থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* এরশাদ করেন,

مَنْ اَحْدَثَ فِى اَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[২]

---

১. সলীম হেলালী, আল-বিদ‘আহ (আম্মান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) ৬ পৃ.।

২. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; আলবানী, মিশকাত (বৈরূত : ১৯৮৫) হা/১৪০।

(২) হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)* বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، فَقَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ- وَفِى رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِىِّ : وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে একদিন (ফজরের) ছালাত পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। অতঃপর আমাদেরকে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করলেন। যাতে চক্ষুসমূহ সজল হয়ে উঠল এবং হৃদয় সমূহ ভীত-কম্পিত হ'ল। তখন একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হচ্ছে এটি কোন বিদায় গ্রহণকারীর অন্তিম উপদেশ। অতএব আপনি আমাদেরকে আরও উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমরা আমীরের আদেশ শ্রবণ করবে ও তাকে মান্য করবে। যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় হবে আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা তা কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরবে ও মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর তোমরা ধর্মের নামে নতুন নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী'।[৩] আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম'।[৪]

---

৩. আহমাদ হা/১৭১৮৪-৮৫; হাকেম হা/৩২৯, ৩৩২; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।

৪. নাসাঈ হা/১৫৭৮ 'ঈদায়েন-এর খুৎবা' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৬০৮।

একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ، مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ... ‘আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ দ্বীনের উপর ছেড়ে যাচ্ছি। যার রাত্রি হ’ল দিবসের মত। আমার পরে যারা তা থেকে পথভ্রষ্ট হবে, তারা ধ্বংস হবে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে...’।[৫]

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মূলতঃ রাসূলেরই সুন্নাত। কারণ তাঁরা কখনোই রাসূল (ছাঃ)-এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদনের বাইরে কোন কাজ করতেন না। যুগে যুগে বৈষয়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট বিভিন্ন আবিষ্কার সমূহ যেমন সাইকেল, ঘড়ি, চশমা, মটরগাড়ী, রেলগাড়ী, উড়োজাহায, টেলিফোন-মোবাইল ইত্যাদি বস্তুসমূহ আভিধানিক অর্থে বিদ‘আত বা নতুন সৃষ্টি হ’লেও শারঈ অর্থে কখনোই বিদ‘আত নয়। তাই এগুলিকে গুনাহের বস্তু মনে করা অন্যায়। অনেকে এগুলিকে অজুহাত করে ধর্মের নামে সৃষ্ট মীলাদ-ক্বিয়াম, শবে মে‘রাজ, শবেবরাত, কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদিকে শরী‘আতে বৈধ এবং ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ বলে থাকেন, যেটা আরো অন্যায়। বরং বিদ‘আতকে হাসানাহ ও সাইয়েআহ তথা ভাল ও মন্দ দু’ভাগে ভাগ করাই আরেকটি বিদ‘আত।

## প্রচলিত শবেবরাত

## (حفل ليلة النصف من شعبان المروّج)

আরবী শা‘বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে ‘শবেবরাত’ বা ‘লায়লাতুল বারাআত’ (ليلة البراءة) বলা হয়। ‘শবেবরাত’ শব্দটির প্রথম অংশ ফারসী। যার অর্থ ‘রাত্রি’। দ্বিতীয় অংশ আরবী। যার অর্থ ‘বিচ্ছেদ’ বা মুক্তি। এদেশে শবেবরাত ‘সৌভাগ্য রজনী’ হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করেন যে, এ রাতে বান্দার গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়, সারা বছরের হায়াত-মউতের ও ভাগ্যের রেজিষ্টার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলি সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে

৫. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; ছহীহাহ হা/৯৩৭।

বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে তারা সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। এদিন ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি জ্বেলে বাসগৃহ সুগন্ধিময় ও আলোকিত করা হয়।

এ রাতে অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাযী করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও এ রাতে মসজিদে গিয়ে ‘ছালাতে আল্ফিয়াহ’ বা ১০০ রাক‘আত ছালাত আদায়ে রত হয়। যেখানে প্রতি রাক‘আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করা হয়। তারপর রাত্রির শেষ দিকে ক্লান্ত হয়ে সবাই বাড়ী ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। একসময় ফজরের আযান হয়। কিন্তু মসজিদগুলো আশানুরূপ মুছল্লী না পেয়ে মাতম করতে থাকে। ১৬ কোটি মুসলমানের এই দরিদ্র দেশে এই রাতকে উপলক্ষ্য করে কত লক্ষ-কোটি টাকা যে শুধু আলোকসজ্জার নামে আগরবাতি ও মোমবাতি পুড়িয়ে শেষ করা হয়, তার হিসাব কে রাখে? নানা বর্ণের রকমারি বিদ্যুৎবাতি, হালুয়া-রুটি, মীলাদ ও অন্যান্য মেহমানদারী খরচের হিসাব না হয় বাদই দিলাম। সংক্ষেপে এই হ’ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

## ধর্মীয় ভিত্তি

## (البناء الديني)

মানুষ যে এত পয়সা ও সময় ব্যয় করে, এর অন্তর্নিহিত প্রেরণা নিশ্চয়ই কিছু আছে। মোটামুটি ৩টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। (১) এ রাতে কুরআন নাযিল হয় এবং এ রাতে আগামী এক বছরের জন্য বান্দার ভালমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয়। (২) এ রাতে বান্দার গোনাহ সমূহ মাফ করা হয়। (৩) এ রাতে রূহগুলি সব ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। ফলে মোমবাতি, আগরবাতি, পটকা ও আতশবাযী হয়তোবা রূহগুলিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য করা হয়।

শবেবরাতে হালুয়া-রুটি খাওয়া সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এ দিন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল।

ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমব্যথী হয়ে হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার সকাল বেলা।[৬] আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...!

এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয় তা নিম্নরূপ :

**(১) এ রাতে কুরআন নাযিল হয়।**

এ কথার দলীল হিসাবে সূরা দুখান-এর ৩ ও ৪ আয়াত পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে আল্লাহ বলেন,

إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ-

'আমরা এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রাত্রিতে; আমরা তো সতর্ককারী'। 'এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' *(দুখান ৪৪/৩-৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে 'বরকতময় রাত্রি' অর্থ 'ক্বদরের রাত্রি'। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা এটি নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে' *(ক্বদর ৯৭/১)*। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। এক্ষণে ঐ রাত্রিকে মধ্য শা'বান বা শবেবরাত বলে ইকরিমা প্রমুখ হ'তে যে কথা বলা হয়েছে, তা সঙ্গত কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। এমনকি তার বিবাহ, সন্তানাদী ও মৃত্যু নির্ধারিত হয়' বলে যে হাদীছ[৭] প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ

৬. লেখক প্রণীত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৩৯ পৃ.; অনেকে ১১ কিংবা ১৫ই শাওয়াল বলেছেন।
৭. তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭ : মিসরী ছাপা ১৩২৮ হি. থেকে মুদ্রিত) ২৪/৬৫ পৃ. সূরা দুখান।

হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদরের রাতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এভাবেই বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে' *(ঐ, তাফসীর সূরা দুখান ৩-৪ আয়াত)*।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ-

'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ রক্ষিত আছে আমলনামায়'। 'আছে ছোট ও বড় সবকিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*-এর ব্যাখ্যা হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন।[৮] হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ 'হে আবু হুরায়রা! তোমার ভাগ্যে যা ঘটবে, সে বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)।[৯] এক্ষণে 'শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য নির্ধারিত হয়' বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

৮. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।
৯. বুখারী হা/৫০৭৬; মিশকাত হা/৮৮; মিশকাত (দিল্লী : ১৩৫০ হি.) ২০ পৃ.।

## (২) এ রাতে বান্দার গোনাহসমূহ মাফ করা হয়!

সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল দেওয়া হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ :

(ক) হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا. فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه-

'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিবসে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ ঐদিন সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন পীড়িত আমি তাকে আরোগ্য দান করব। এমনিভাবে আরও আরও কথা বলেন ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত'।[১০]

হাদীছটি মওযূ' বা জাল। এর সনদে 'ইবনু আবী সাব্‌রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' যা ইবনু মাজাহ্‌র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হি.) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে হাদীছ সংখ্যা ১১৪৫, ৬৩২১ ও ৭৪৯৪ এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[১১] সেখানে 'মধ্য শা'বানের রাত্রি' (لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ) না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' (ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ) বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ

১০. ইবনু মাজাহ (দিল্লী ১৩৩৩ হি.) ১/১০০ পৃ.; ঐ (বৈরূত : মাকতাবা ইল্‌মিয়াহ, তাবি) হা/১৩৮৮; মিশকাত হা/১৩০৮ 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ; হাদীছটি মওযূ' বা জাল; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৩২।

১১. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ (রিয়ায : তাবি), ২/২৩০-৫০।

করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বানসমূহ জানিয়ে থাকেন- শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয় বা ঐ দিন সূর্যাস্তের পর থেকেও নয়।

উক্ত মর্মে প্রসিদ্ধ ছহীহ হাদীছটি নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ- وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْهُ : فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ-

'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমাদের মহান প্রতিপালক প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, আছ কি কেউ প্রার্থনাকারী আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। আছ কি কেউ যাচঞাকারী, আমি তাকে তা প্রদান করব। আছ কি কেউ ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব?' *(বুখারী হা/১১৪৫)*। একই রাবী হ'তে ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, যতক্ষণ না ফজর প্রকাশিত হয়' *(মুসলিম হা/৭৫৮)*।

(খ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর সন্ধানে গেলে এক পর্যায়ে আয়েশা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ- رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِىُّ-

'মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'।[১২] হাদীছটি যঈফ।

১২. ইবনু মাজাহ ১/১০০; ঐ (বৈরূত : তাবি) হা/১৩৮৯; তিরমিযী হা/৭৩৯; মিশকাত হা/১২৯৯ 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ; যঈফুল জামে' হা/৬৫৪।

হাদীছটিতে ‘হাজ্জাজ বিন আরত্বাত’ নামক একজন মুদাল্লিস রাবী আছেন, যিনি তার উপরের রাবীর নাম গোপন করেন। ফলে এটির সনদ ‘মুনক্বাত্বি‘ বা ছিন্নসূত্র। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট শুনেছি যে, তিনি হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন’ *(তিরমিযী হা/৭৩৯)*। আলবানীও যঈফ বলেছেন *(যঈফুল জামে‘ হা/৬৫৪)*।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত রাতের জন্য পৃথক কোন ইবাদত বা ছালাত আদায় করেননি, দিবসে ছিয়াম পালন করেননি, কাউকে কিছু করতেও বলেননি। ছাহাবায়ে কেরামও এই রাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোন ইবাদত, কবর যেয়ারত বা অন্য বাড়তি কিছু করেছেন বলে জানা যায় না। তাহ’লে আমরা কার সুন্নাত অনুসরণ করছি?

(গ) হযরত ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِآخَرَ : أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ- ‘একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে অথবা অন্য এক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি কি ‘সিরারে শা‘বানের’ ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বলল, না। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, রামাযানের পরে তুমি ছিয়াম দু’টির ক্বাযা আদায় কর’।[১৩]

ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, সারার, সিরার ও সুরার তিনটিই বলা জায়েয। যার অর্থ মাসের শেষ (الْمُرَادُ بِالسَّرَرِ آخِرُ الشَّهْرِ)।[14] উক্ত ব্যক্তি শা‘বানের শেষাবধি ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা[১৫] লংঘনের ভয়ে তিনি শা‘বানের শেষের ছিয়াম দু’টি বাদ দেন।

---

১৩. মুসলিম হা/১১৬১ ‘সিরারে শা‘বানের ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/১৯৮৩ ‘মাসের শেষে ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২০৩৮ ‘ছওম’ অধ্যায়।

১৪. মুসলিম নববীসহ (লাক্ষ্ণৌ : নওলকিশোর ছাপা ১৩১৯ হি.) ১/৩৬৮; মুসলিম হা/১১৬১।

১৫. لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ (‘তোমাদের কেউ যেন রামাযানের পূর্বে এক বা দু’দিন ছিয়াম না রাখে। তবে কেবল ঐ ব্যক্তি, যে ঐদিন নিয়মিত (নফল) ছিয়ামে অভ্যস্ত’) বুখারী হা/১৯১৪; মুসলিম হা/১০৮২; মিশকাত হা/১৯৭৩ ‘ছওম’ অধ্যায়, ‘নতুন চাঁদ দেখা’ অনুচ্ছেদ।

সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন।[১৬] বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

উপরোক্ত তিনটি প্রসিদ্ধ হাদীছ ছাড়াও আরও কিছু হাদীছ প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে। যেমন,

(ঘ) আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

خَمْسُ لَيَالٍ لاَ تُرَدُّ فِيْهِنَّ الدَّعْوَةُ : اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةِ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَلَيْلَةِ النَّحْرِ- رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِى تَارِيْخِ دِمَشْقَ-

'পাঁচ রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। রজব মাসের প্রথম রাতে, মধ্য শা'বানে, জুম'আর রাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতের দো'আ। হাদীছটি মওযূ' বা জাল।[১৭]

(ঙ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ- 'আল্লাহ তা'আলা মধ্য শা'বানের রাতে সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন এবং সকলকে ক্ষমা করে দেন, কেবল মুশরিক ও পরস্পরে শত্রু কিংবা জামা'আত থেকে পৃথক হওয়া বিদ'আতী ব্যতীত'।[১৮] আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, পরস্পরে শত্রু ও আত্মহত্যাকারী ব্যতীত'।[১৯]

হাদীছটি আবু মূসা আশ'আরী, মু'আয বিন জাবাল, আবু ছা'লাবাহ খুশানী, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর, আবু হুরায়রা, আবুবকর ছিদ্দীক্ব ও 'আওফ বিন মালেক সহ মোট ৭জন রাবী কর্তৃক যঈফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেগুলি উপরোক্ত বর্ণনাটিকে শক্তিশালী করেছে মন্তব্য করে শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'নিঃসন্দেহে ছহীহ' (صَحِيْحٌ بِلاَ رَيْبٍ) বলেছেন।[২০] ভাষ্যকার শু'আয়েব আরনাঊত্ব হাদীছটির সনদ যঈফ বলেছেন। অতঃপর বিভিন্ন শাওয়াহেদ-এর

---

১৬. মির'আত হা/১৯৯৩-এর ব্যাখ্যা ৬/৪৩৯; মুসলিম (নববীসহ) ১/৩৬৮; মুসলিম হা/১০৮২-এর ব্যাখ্যা।
১৭. তারীখু দিমাশ্ক্ব হা/২৬০৩, ১০/৪০৮ পৃ.; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২।
১৮. ইবনু মাজাহ হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৩০৬ 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।
১৯. আহমাদ হা/৬৬৪২; মিশকাত হা/১৩০৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৬২১।
২০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪৪, ৩/১৩৮; ঐ, হা/১৫৬৩, ৪/১৩৭।

Contents



কারণে 'ছহীহ লেগায়রিহী' বলেছেন *(আহমাদ হা/৬৬৪২)*। ভাষ্যকার আহমাদ শাকের একইরূপ বলেছেন *(আহমাদ ১০/১২৭)*। কিন্তু 'ছহীহ' বলা সত্ত্বেও এ রাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন আমল করাকে শায়খ আলবানী কঠোরভাবে বিদ'আত বলেছেন।[২১] তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (মৃ. ১৩৫৩/১৯৩৪) বলেন, মধ্য শা'বানের ফযীলত সম্পর্কে কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেগুলির সমষ্টি প্রমাণ করে যে, এর একটা ভিত্তি রয়েছে (أَنَّ لَهَا اَصْلاً)। অতঃপর তিনি উপরোক্ত যঈফ হাদীছগুলি বর্ণনা করেছেন।[২২]

এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হ'ল, (১) হাদীছটি বুখারী-মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী। (২) সকল ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আছ কি কোন আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব...।[২৩] অথচ অত্র হাদীছে এটি ১৫ই শা'বানের রাতের জন্য খাছ করা হয়েছে। যদিও এরূপ ক্ষমা প্রদানের কথা অন্য ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ্র সাথে শিরক করেনি এমন সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়। কেবল ঐ দুই ব্যক্তি ছাড়া যাদের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা রয়েছে। বলা হয় যে, এই দু'জনকে ছাড় যতক্ষণ না ওরা পরস্পরে সন্ধি করে নেয়'।[২৪] অথচ ঐ দু'রাতে কেউ বিশেষভাবে কোন ইবাদত বা অনুষ্ঠানাদি করেনা এবং করার বিধানও নেই। (৩) এই রাতে বা দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কোনরূপ বাড়তি আমল বা ইবাদত করেননি। (৪) মতভেদের সময় রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তাঁর ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৫] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২৬] অতএব ১৫ই শা'বান উপলক্ষ্যে প্রচলিত সকল প্রকার ইবাদত ও অনুষ্ঠানাদি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

---

২১. ফাতাওয়া আলবানী (অডিও) ক্লিপ নং ১৮৬/৬।
২২. তুহফাতুল আহওয়াযী, শরহ জামে' তিরমিযী হা/৭৩৬-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
২৩. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।
২৪. মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯-৩০।
২৫. আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫।
২৬. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; আলবানী, মিশকাত (বৈরূত : ১৯৮৫) হা/১৪০।

## (৩) এ রাতে রূহ সমূহের আগমন ঘটে।

ধারণা প্রচলিত আছে যে, এ রাতে রূহগুলি সব মর্ত্যে নেমে আসে। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি রূহগুলি ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে? তারা কি স্ব স্ব বাড়ীতে বা কবরে ফিরে আসে? যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ'লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে ভিড় করতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরা ক্বদর-এর ৪ ও ৫ আয়াত দু'টিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে, تَنَزَّلُ الْملآَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ، سَلاَمٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ– 'সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে এবং 'রূহ' বলতে জিব্রীল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফেরেশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, বিশেষ ধরনের এক ফেরেশতা। তবে এর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই' *(ঐ, তাফসীর সূরা ক্বদর)*।

বুঝা গেল যে, ক্বদরের রাত্রিতে জিবরাঈল (আঃ) তাঁর বিশেষ ফেরেশতা দল নিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করেন এবং মুমিনদের ছালাত, তেলাওয়াত, যিক্র-আযকার ইত্যাদি ইবাদতের সময় রহমতের ডানা বিছিয়ে তাদেরকে ঘিরে থাকেন। এর সাথে মৃত লোকদের রূহ ফিরে আসার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব মহিমান্বিত শবেক্বদরে যখন মৃত রূহগুলো ফিরে আসে না, তখন শবেবরাতে এগুলো ফিরে আসার যুক্তি কোথায়? এ বিষয়ে কোন ছহীহ দলীল থাকলে তা অবশ্যই মানতে হ'ত। কিন্তু তেমন কিছুই নেই। এমতাবস্থায় ঐসব রূহের সম্মানে আগরবাতি, মোমবাতি বা রং-বেরংয়ের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা, তাদের মাগফেরাত কামনার জন্য দলে দলে কবর যেয়ারত করা, ভাগ্যরজনী মনে করে উন্নতমানের

খাদ্য ভক্ষণ করা এবং এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন মাহফিল ও সকল প্রকারের অনুষ্ঠানই বিদ‘আত-এর পর্যায়ভুক্ত হবে। বরং অহেতুক অর্থ ও সময়ের অপচয়ের জন্য এবং বিদ‘আতের সহায়তা করার জন্য আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

**আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী-এর অভিমত :**

আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী (৯৫৮-১০৫২ হি.)-এর মতে এই রাতে আলোকসজ্জা করা হিন্দুদের ‘দেওয়ালী’ উৎসবের অনুকরণ মাত্র’। তিনি মধ্য শা‘বানের ফযীলত বিষয়ে বিভিন্ন যঈফ ও মওযূ‘ হাদীছ (যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে) উল্লেখ করার পর বলেন,

وَمِنَ الْبِدَعِ الشَّنِيْعَةِ مَا تَعَارَفَ النَّاسُ فِى أَكْثَرِ بِلاَدِ الْهِنْدِ مِنْ إِيْقَادِ السُّرُجِ وَوَضْعِهَا عَلَى الْبُيُوتِ وَالْجُدْرَانِ وَتَفَاخُرُهُمْ بِذَلِكَ وَاجْتِمَاعُهُمْ لِلَّهْوِ وَاللَّعَبِ بِالنَّارِ وَإِحْرَاقُ الْكِبْرِيْتِ فَإِنَّهُ بِمَا لاَ أَصْلَ فِى الْكُتُبِ الصَّحِيْحَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بَلْ وَلاَ فِى غَيْرِ الْمُعْتَبَرَةِ وَلَمْ يَرْوِ فِيْهَا حَدِيْثٌ لاَ ضَعِيْفٌ وَلاَ مَوْضُوْعٌ وَلاَ يَعْتَادُ ذَلِكَ فِى غَيْرِ بِلاَدِ الْهِنْدِ مِنَ الدِّيَارِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ زَادَ هُمَا اللهُ تَعْظِيْمًا وَتَشْرِيْفًا وَلاَ فِى غَيْرِهِمَا وَلاَ فِى الْبِلاَدِ الْعَجَمِيَّةِ مَا عَدَا بِلاَدِ الْهِنْدِ بَلْ عَسَى أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ وَهُوَ ظَنُّ الْغَالِبِ اتِّخَاذًا مِنْ رُسُوْمِ الْهُنُودِ فِى إِيْقَادِ السُّرُجِ لِلدِّوَالِى، فَإِنَّ عَامَّةَ الرُّسُومِ الْبِدْعَةِ الشَّنِيْعَةِ بَقِيَتْ مِنْ أَيَّامِ الْكُفْرِ فِى الْهِنْدِ وَ شَاعَتْ فِى الْمُسْلِمِيْنِ بِسَبَبِ الْمُجَاوَرَةِ وَالْإِخْتِلاَطِ وَاتِّخَاذِهِمُ السَّرَارِى وَالزَّوْجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْكَافِرَاتِ- قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَنِ اسْتِحْدَاثِ السُّرُجِ الْكَثِيْرَةِ فِى اللَّيَالِى الْمَخْصُوصَةِ مِنَ الْبِدْعَةِ الشَّنِيْعَةِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْوَقِيْدِ زِيَادَةٌ عَلَى الْحَاجَةِ لَمْ يُرِدْ بِإِسْتِحْبَابِهِ أَثَرٌ فِى الشَّرْعِ فِى مَوْضَعٍ-

‘নিকৃষ্ট বিদ‘আত সমূহ যা হিন্দুস্তানের অধিকাংশ দেশে প্রচলিত আছে, সেগুলির অন্যতম হ’ল বাড়ী-ঘরে ও প্রাচীর সমূহের উপর আলোকসজ্জা করা ও এগুলি নিয়ে গর্ব করা। আর এ উপলক্ষ্যে দলবদ্ধভাবে আতশবাযী ও আগরবাতি পোড়ানোর খেল-তামাশায় মত্ত হওয়া। এগুলি ঐসব বিষয়ের

অন্তর্ভুক্ত, যেসবের কোন ভিত্তি গ্রহণযোগ্য কোন বিশুদ্ধ গ্রন্থে নেই। এমনকি অগ্রহণযোগ্য কোন কিতাবেও নেই। এ বিষয়ে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। না কোন যঈফ না কোন মওযূ‘। হিন্দুস্তানের দেশগুলির বাইরে এটি কোথাও প্রচলিত নেই। আরব দেশসমূহের মধ্যে হারামাইন শরীফাইনে নেই- আল্লাহ এ দুই হারামের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করুন! এ দু’টি স্থান ছাড়াও অন্য কোন স্থানে নেই। অনারব দেশগুলিতেও নেই, হিন্দুস্তানের দেশগুলি ব্যতীত। বরং সর্বোচ্চ ধারণা মতে এটি হিন্দুদের ‘দেওয়ালী’ উৎসবে আলোকসজ্জার প্রথা হ’তে গৃহীত। কেননা সাধারণভাবে নিকৃষ্ট বিদ‘আত সমূহের রেওয়াজ কুফরী যামানা থেকে হিন্দুস্তানে রয়ে গেছে। সেগুলি মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে পারস্পরিক প্রতিবেশী হওয়া ও মেলামেশার কারণে এবং তাদের মহিলাদের গৃহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করা ও তাদের নারীদের বিবাহ করার কারণে’। পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যেকার কেউ কেউ বলেছেন, বিশেষ বিশেষ রাত্রে অধিকহারে আলোকসজ্জা করা নিকৃষ্ট বিদ‘আত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অধিকহারে আলো জ্বালানো ‘মুস্তাহাব’ হওয়ার পক্ষে শরী‘আতের কোথাও কোন ‘আছার’ বর্ণিত হয়নি’।[২৭]

পরিশেষে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আলোচনার ইতি টানতে চাই। কোন একটি নির্দিষ্ট রাত্রি বা দিবসকে শুভ বা অশুভ গণ্য করা ইসলামী নীতির বিরোধী। রাত্রি ও দিবসের স্রষ্টা আল্লাহ। তাই কোন একটি রাত বা দিনকে অধিক মঙ্গলময় হিসাবে গণ্য করতে গেলে সেখানে আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যই যরূরী। ‘অহি’ ব্যতীত মানুষ এ ব্যাপারে নিজে থেকে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। যেমন কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে আমরা লায়লাতুল ক্বদর ও মাহে রামাযানের বিশেষ মর্যাদা এবং ঐ সময়ের ইবাদতের বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

এক্ষণে যদি শবেবরাত, শবেমে‘রাজ, জুম‘আতুল বিদা‘ ইত্যাদির বিশেষ কোন ফযীলত এবং বিশেষ ইবাদত সম্পর্কে কিছু থাকত, তবে তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবশ্যই তাঁর ছাহাবীদেরকে জানিয়ে যেতেন। তিনি নিজে করতেন ও তাঁর ছাহাবীগণও তার উপরে আমল করতেন। শুধু নিজেরা আমল করতেন না, বরং মুসলিম উম্মাহ্র নিকটে তা প্রচার করে যেতেন

২৭. আব্দুল হক দেহলভী, মা ছাবাতা বিসসুন্নাহ (দিল্লী মুজতাবায়ী প্রেস : আরবী-উর্দূ ১৩০৯/১৮৯১ খৃ.) ২১৪-১৫ পৃ.।

এবং তা কখনোই গোপন রাখতেন না। কারণ তাঁরাই ইসলামের প্রথম কাতারের বাস্তব রূপকার। তাঁরাই দ্বীনকে এ দুনিয়ায় সর্বাধিক ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন- আমীন! কিন্তু তাঁদের মধ্যে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এসবের কিছুই পাওয়া যায় না। বরং একথাই পাওয়া যায় যে, জুম'আর দিন ও রাত হ'ল সবচেয়ে সম্মানিত। অথচ জুম'আর রাতকে ইবাদতের জন্য এবং দিনকে ছিয়ামের জন্য খাছ করা নিষিদ্ধ'।[২৮] অতএব ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন একটি রাত বা দিনকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা কিভাবে জায়েয হ'তে পারে, সুধী পাঠকমণ্ডলী তা ভেবে দেখবেন আশা করি। পরিশেষে বহুল প্রচারিত বাংলা বই 'মকছুদুল মোমেনীন' (১৯৮৫) পৃ. ২৩৫-২৪২ এবং 'মকছুদুল মোমীন' (১৯৮৫) ৪০২-৪০৮ পৃষ্ঠায় শবেবরাতের ফযীলত বলতে গিয়ে হাদীছের নামে যে ১৬টি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তার সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

## শবেবরাতের ছালাত

## (الصلاة الألفية فى ليلة النصف من شعبان)

এই রাতে ১০০ রাক'আত ছালাত পড়া হয়ে থাকে। এ বিষয়ে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে চালু হয়।

### মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী-এর অভিমত :

মিশকাত শরীফের খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন, জেনে রাখ যে, ইমাম সৈয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হি.)-এর اللآلي الْمُصْنُوعَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ কেতাবে দায়লামী ও অন্যান্যদের আনীত হাদীছ সমূহ যেখানে মধ্য শা'বানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ সহ ১০০ রাক'আত ছালাতের যে অগণিত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা সবই মওযূ'। তাছাড়া আলী বিন ইবরাহীম কোন এক পুস্তিকায় বলেছেন, মধ্য শা'বানের রাত্রিতে ছালাতে আল্‌ফিইয়াহ (الصَّلَاةُ الْأَلْفِيَةُ) নামে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ সহ ১০০

২৮. মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২।

রাক‘আত ছালাত জামা‘আত সহকারে যা আদায় করা হয় এবং যাকে লোকেরা জুম‘আ ও ঈদায়নের চাইতে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করে থাকে, সে বিষয়ে যঈফ বা মওযূ‘ ব্যতীত কোন হাদীছ বা আছার বর্ণিত হয়নি। এব্যাপারে আবু তালেব মাক্কীর (মৃ. ৩৮৬ হি.) ‘কূতুল কুলূব’ (قُوْتُ الْقُلُوبِ) ও ইমাম গাযালীর (৪৫০-৫০৫ হি.) ‘এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন’ (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) কিতাবে তার উল্লেখ দেখে এবং এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছ দেখে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়েন। এই ছালাতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিরাট ফিৎনায় পড়ে যায়। এমনকি এই ছালাতের কারণে লোকেরা আলোকসজ্জা করে এবং নানাবিধ পাপাচারে লিপ্ত হয়। যার কারণে পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যান। এই বিদ‘আত সর্বপ্রথম ৪৪৮ হিজরীতে জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে চালু হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ ‘ছালাতুর রাগায়েব’ তথা রজবের প্রথম জুম‘আ ও মধ্য শা‘বানের রাত্রিতে ও অন্যান্য সময়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এইসব ছালাত চালু করে। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং তাদের উপর নেতৃত্ব করার ও পেট পুর্তি করার একটা ফাঁদ পেতেছিল মাত্র।... বলা হয়েছে যে, আলোকসজ্জা করার বিদ‘আত প্রথম চালু করেন খলীফা হারূনুর রশীদ (১৭০-১৯৩ হি.)-এর অগ্নি উপাসক নও মুসলিম বারমাকী মন্ত্রীগণ। মুসলমান হওয়ার পরেও তারা তাদের পূর্বেকার অগ্নিপূজার আকর্ষণ ছাড়তে পারেনি। তারা আগুনের দিকে ফিরেই রুকূ-সিজদা করত। অথচ শরী‘আতে এর কোন অনুমোদন নেই। এখনও যে সব হাজীরা আরাফাত, মুযদালেফা ও মিনার পাহাড় সমূহে আলো জ্বালিয়ে থাকে, তা এসবেরই অন্তর্ভুক্ত।[২৯]

## এ রাতে বিপদ মুক্তির ছালাত :

বিশেষ কোন বিপদ হ’তে মুক্তির জন্য এবং বয়স বৃদ্ধির জন্য এ রাতে ৬ রাক‘আত ছালাত আদায় করা হয় (صَلاَةُ السِّتِّ رَكْعَاتٍ)। যেখানে সূরা ইয়াসীন ও অন্যান্য দো‘আ সমূহ পাঠ করা হয়। এইইয়াউ উলূমিদ্দীন-এর

২৯. মিরক্বাত (দিল্লী ছাপা : তাবি) ‘রামাযানের রাত্রি জাগরণ’ অনুচ্ছেদ, ৩/১৯৭-৯৮; ঐ, (বৈরূত ছাপা : ১৪২২/২০০২) ৩/৯৭৬-৭৭; তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী (মদীনা মুনাওয়ারাহ : মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৩৮৪/১৯৬৪) ৩/৪৪৩, হা/৭৩৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যকার বলেন, এই ছালাত নেতৃস্থানীয় ছূফীদের পরবর্তী কিতাব সমূহে খুবই প্রসিদ্ধ। অথচ আমি এই ছালাতের এবং এর দো'আ সমূহের জন্য শরী'আতে কোন বিশুদ্ধ দলীল পাইনি। এগুলি কেবল মাশায়েখদের আমল মাত্র। আমাদের বন্ধুরা বলেন, এসব রাত্রিগুলিতে মসজিদ বা অন্যত্র দলবদ্ধভাবে জাগরণ করা মাকরূহ। হিজাযের অধিকাংশ আলেম ও মদীনার ফক্বীহগণ এবং ইমাম মালেকের শিষ্যগণ বলেন, এসব ছালাতই বিদ'আত। এজন্য জামা'আতবদ্ধভাবে রাত্রি জাগরণের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইমাম নববী বলেন, রজব ও শা'বানের দু'টি ছালাতই নিকৃষ্ট বিদ'আত'। গ্রন্থকার শুক্বাইরী বলেন, মধ্য শা'বানকে ক্বদরের রাত্রি ধারণা করা মুহাক্কিক্ব মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে সম্পূর্ণরূপে বাতিল। কেননা ক্বদরের রাত্রি হ'ল রামাযানে, তা কখনোই শা'বানে নয়। এ বিষয়ে হাফেয ইবনু কাছীর স্বীয় তাফসীরে এবং ইবনুল 'আরাবী শরহ তিরমিযীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৩০]

**শায়খ বিন বায-এর অভিমত :**

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিক্র-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটি প্রথম শুরু করেন। তাঁরা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে ও আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে'।[৩১]

বুঝা গেল যে, শবেবরাত উপলক্ষ্যে বিশেষ ছালাত বা ইবাদত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে নব্যসৃষ্ট বা বিদ'আত। এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের সুন্নাতের কোন সম্পর্ক নেই। তবুও লোকেরা এ কাজ করে থাকে। তার পিছনে সম্ভবতঃ দু'টি কারণ ক্রিয়াশীল রয়েছে।-

---

৩০. মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম খিযির আশ-শুক্বাইরী, আস-সুনান ওয়াল-মুবতাদা'আত (বৈরূত দারুল জীল : ১৪০৮/১৯৮৮) ১৪৫-৪৬ পৃ.।

৩১. সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০/১৯১২-১৯৯৯), 'আত-তাহযীরু মিনাল বিদা' (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : ১৩৯৬ হি.) ১২-১৩ পৃ.; ঐ, অনুবাদ (হাফাবা : ১৪৩২/২০১১) ২২ পৃ.।

**১ম কারণ :** এ উপলক্ষ্যে ছালাত ছিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত অনুষ্ঠান মূলতঃ বিদ‘আত হ’লেও কাজগুলি তো ভাল। অতএব ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ বা সুন্দর বিদ‘আত হিসাবে করলে দোষ কি? এর জওয়াব হ’ল এই যে, ইসলামী শরী‘আত কোন মানুষের তৈরী নয়। বরং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ‘অহি’ দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট। এর ইবাদত বিষয়ের সবটুকুই শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত। যেখানে সামান্যতম কমবেশী করার অধিকার কারু নেই। আর শরী‘আতের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করাকেই তো বিদ‘আত বলা হয়। সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা। যার পরিণাম জাহান্নাম। তাই এ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের দূরে থাকা অপরিহার্য। মাদরাসা, মকতব, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি বস্তুগত বিষয়গুলি শরী‘আতের পরিভাষায় বিদ‘আত নয়। তাই ‘বিদ‘আতে হাসানাহ’ নাম দিয়ে ধর্মের নামে সৃষ্ট শবেবরাত-কে জায়েয করা চলে না।

**২য় কারণ :** মধ্য শা‘বানের বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ না থাকলেও অনেকগুলি যঈফ ও মওযূ‘ হাদীছ যেহেতু আছে, সেহেতু ‘ফাযায়েল’ সংক্রান্ত ব্যাপারে যঈফ হাদীছের উপরে আমল করায় দোষ নেই। এর জওয়াব এই যে, যঈফ হাদীছের উপরে কোন দলীল কায়েম করা সিদ্ধ নয়। তবু বর্ণিত যুক্তিটি মেনে নিলেও তা কেবল ঐসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেসব আমলের পিছনে কোন ছহীহ ও সুদৃঢ় দলীল মওজুদ আছে। শবেবরাতের পিছনে এই ধরনের কোন ছহীহ দলীল নেই। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বরং এর বিরোধী বক্তব্যই আমরা ইতিপূর্বে শ্রবণ করে এসেছি। তাছাড়া শবেবরাত কেবল ফাযায়েল-এর অনুষ্ঠান নয় বরং রীতিমত ইবাদতের অনুষ্ঠান, যার কোন ভিত্তি শরী‘আতে নেই। হাফেয ইরাকী (৭২৫-৮০৬ হি.) বলেন, মধ্য শা‘বানের বিশেষ ছালাত সম্পর্কিত হাদীছসমূহ মওযূ‘ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যারোপ মাত্র। ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, ‘ছালাতে রাগায়েব’ নামে পরিচিত ১২ রাক‘আত ছালাত, যা মাগরিব ও এশার মধ্যে পড়া হয় এবং রজব মাসের প্রথম জুম‘আর রাত্রিতে ও মধ্য শা‘বানের রাত্রিতে ১০০ রাক‘আত ছালাত আদায় করা হয়ে থাকে, এগুলি বিদ‘আত ও মুনকার।... এই ছালাতগুলি সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণনা করা হয়ে থাকে সবই বাতিল। কোন কোন আলেম এগুলিকে ‘মুস্তাহাব’ প্রমাণ করতে গিয়ে যে কিছু পৃষ্ঠা খরচ করেছেন, তারাও এ ব্যাপারে ভুলের মধ্যে আছেন’।[৩২]

---

৩২. আত-তাহযীরু মিনাল বিদা‘ ১৪ পৃ.।

## শা‘বান মাসের করণীয়

## (الأعمال الشرعية فى شهر شعبان المعظم)

রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা‘বান মাসের প্রধান করণীয় হ’ল, অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ... وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ– وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهَا : كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

‘হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা‘বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি’। তাঁর থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) শা‘বানের শেষের দিকে মাত্র কয়েক দিন ছিয়াম পরিত্যাগ করতেন’।[৩৩] অবশ্য যারা শা‘বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا ‘মধ্য শা‘বানের পর তোমরা আর ছিয়াম রেখ না’।[৩৪] অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।[৩৫]

মোটকথা শা‘বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে কিংবা মধ্য মাসে আইয়ামে বীয-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই[৩৬] শা‘বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ’লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ‘আতী কোন আমল আল্লাহপাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র

৩৩. বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; মিশকাত হা/২০৩৬।
৩৪. আবুদাঊদ হা/২৩৩৭; তিরমিযী হা/৭৩৮; ইবনু মাজাহ হা/১৬৫১; মিশকাত হা/১৯৭৪।
৩৫. বুখারী হা/১৯১৪, ১৯৮৩; মুসলিম হা/১০৮২, ১১৬১; মিশকাত হা/১৯৭৩, ২০৩৮।
৩৬. নাসাঈ হা/২৪২২; তিরমিযী হা/৭৬১; মিশকাত হা/২০৫৭।

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

**উপসংহার :**

'শবেবরাত' কোন ইসলামী পর্ব নয়। ঐ নিয়তে ছালাত-ছিয়াম, দান-ছাদাক্বা কিছুই আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা বিরোধী হওয়ার কারণে এবং ঐ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে অর্থ ও সময়ের অপচয়ের কারণে আখেরাতে গ্রেফতার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব বিদ'আত হ'তে বেঁচে থাকুন!

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا : وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে অস্বীকার করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতে যেতে কে অস্বীকার করে হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে ব্যক্তি অস্বীকার করল'।[৩৭] আল্লাহ আমাদেরকে যথাযথভাবে সুন্নাত অনুসরণের তাওফীক দান করুন- আমীন!

কবি বলেন,

خلاف پیمبر کسے رہ گزید + کہ ہر گز بمنزل نخواہد رسید

'রাসূলের বিপরীত পথে চলবে যে জন + নিজ গন্তব্যে কভু পৌঁছবেনা সে জন'।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلي ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

***

---

৩৭. বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত, আলবানী হা/১৪৩।

Contents

## ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

| | বইয়ের নাম | লেখকের নাম |
|---|---|---|
| ০১ | আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? (বাংলা) (ইংরেজী) | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ০২ | আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ০৩ | নবীদের কাহিনী-১ ও ২ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ০৪ | নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)] | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ০৫ | তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ০৬ | ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (বাংলা) (ইংরেজী) | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ০৭ | জীবন দর্শন | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ০৮ | দিগদর্শন-১ ও ২ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ০৯ | ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ১০ | ফিরক্বা নাজিয়াহ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ১১ | জিহাদ ও ক্বিতাল | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ১২ | আরবী ক্বায়েদা | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ১৩ | মীলাদ প্রসঙ্গ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ১৪ | শবেবরাত (৪র্থ সংস্করণ) | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ১৫ | হজ্জ ও ওমরাহ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ১৬ | উদাত্ত আহ্বান | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ১৭ | আক্বীদা ইসলামিয়াহ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ১৮ | ইনসানে কামেল (২য় সংস্করণ) | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ১৯ | মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ২০ | বিদ‘আত হতে সাবধান (শায়খ বিন বায) (অনুঃ) | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ২১ | নয়টি প্রশ্নের উত্তর (শায়খ আলবানী) (অনুঃ) | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ২২ | নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ২৩ | হাদীছের প্রামাণিকতা | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ২৪ | ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ২৫ | আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ২৬ | দাওয়াত ও জিহাদ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ২৭ | সমাজ বিপ্লবের ধারা | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ২৮ | তিনটি মতবাদ | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ২৯ | তালাক ও তাহলীল | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ৩০ | ছবি ও মূর্তি | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ৩১ | হিংসা ও অহংকার | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব |
| ৩২ | সূদ (বাংলা) (ইংরেজী) | শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান |
| ৩৩ | ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ (অনুঃ) | ডঃ নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর |
| ৩৪ | আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী | মাওলানা আহমাদ আলী |
| ৩৫ | ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ | মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম |
| ৩৬ | ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য | ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম |
| ৩৭ | মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা | ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম |
| ৩৮ | হাদীছের গল্প | গবেষণা বিভাগ, হা. ফা. বা. |
| ৩৯ | গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান | গবেষণা বিভাগ, হা. ফা. বা. |
| ৪০ | যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত (অনুঃ) | মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ |
| ৪১ | ইহসান ইলাহী যহীর | নূরুল ইসলাম |
| ৪২ | আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম (অনুঃ) | যুবায়ের আলী যাঈ |
| ৪৩ | নেতৃত্বের মোহ (অনুঃ) | মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ |
| ৪৪ | মুনাফিকী (অনুঃ) | মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ |
| ৪৫ | সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি | মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম |